DAY ২৪ • ছবি এডিটিং • Pixlr

Pixlr দিয়ে ছবি এডিটিং

ব্রাউজারেই ফ্রি ফটো এডিটর — ব্যাকগ্রাউন্ড বদল, AI টুল আর পোস্টার বানানো, কোনো সফটওয়্যার ছাড়াই

Pixlr X • Pixlr E • AI টুল • মোবাইল

Basic and Advance AI Course — সহজ বাংলা সংস্করণ



বাড়তি অংশ • কেন শিখব

কেন শিখব এই বিষয়টা?

১ **ফ্রি, তবু পূর্ণাঙ্গ এডিটর**

দামি সফটওয়্যারের সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই ব্রাউজারে প্রায় সব এডিট — বাজেট যার কম, তার জন্য সেরা শুরু।

২ **সব ডিজাইন কাজের ভিত্তি ছবি**

Canva-র পোস্ট হোক বা নিজের ছবি — ছবি ঠিকমতো কাটা, রঙ মেলানো, ব্যাকগ্রাউন্ড বদল ছাড়া ডিজাইন অর্ধেক।

৩ **AI টুলে মিনিটের কাজ সেকেন্ডে**

ব্যাকগ্রাউন্ড সরানো, ফাঁক পূরণ, ছবি বাড়ানো — AI ফিচারগুলো শিখলে কাজের গতি কয়েক গুণ বাড়ে।

৪ **যেকোনো ডিভাইসে চলে**

কম্পিউটার না থাকলেও মোবাইল অ্যাপে একই কাজ — শেখাটা কোনো যন্ত্রে আটকে থাকে না।



এক লাইনে: Pixlr-এর মূলমন্ত্রটাই বলে দেয় সব: সহজ, শক্তিশালী, ফ্রি।

DAY ২৪ • রোডম্যাপ

আজ যা যা শিখব

১ **Pixlr পরিবার**
কোনটা কার জন্য

২ **শুরু করা**
অ্যাকাউন্ট ও প্রথম ছবি

৩ **Pixlr X**
নতুনদের সহজ এডিটর

৪ **Pixlr E**
লেয়ারসহ অ্যাডভান্সড কাজ

৫ **Pixlr AI স্যুট**
অটোমেটিক জাদুকরী টুল

৬ **হাতে-কলমে উদাহরণ**
সেলফি থেকে পোস্টার

আজকের লক্ষ্য: শেষে নিজের একটা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড সরিয়ে নতুন ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা বসিয়ে JPG এক্সপোর্ট করতে পারবে।

পরিচিতি

Pixlr পরিবারের ৫ সদস্য

Pixlr X (Express)

নতুনদের জন্য সহজ সংস্করণ — দ্রুত ক্রপ, ফিল্টার, লেখা বসানোর মতো রোজকার কাজে।

Pixlr E (Editor)

অ্যাডভান্সড সংস্করণ — লেয়ার, অ্যাডজাস্টমেন্ট, ইফেক্টসহ গভীর এডিটের জন্য।

Pixlr Designer

টেমপ্লেট-ভিত্তিক ডিজাইনের অংশ — পোস্টার, ব্যানার জাতীয় সাজানো কাজের জন্য।

Pixlr AI Tools

ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ, জেনারেটিভ ফিল, ছবি তৈরি ও আপস্কেল — AI ফিচারের আলাদা স্যুট।

মোবাইল অ্যাপ

ফোনেই একই ধাঁচের এডিট — ছবি তোলা থেকে শেয়ার পর্যন্ত এক জায়গায়।

কাজের টিপস: নতুন হলে X দিয়ে শুরু করো; লেয়ারের দরকার পড়লেই E-তে যাও — দুটোতেই একই অ্যাকাউন্ট চলে, ফাইলও আদান-প্রদান করা যায়।

শুরু করা

অ্যাকাউন্ট থেকে প্রথম এডিট

pixlr.com-এ যাও

ব্রাউজারেই সাইট খোলে — আলাদা কিছু ইনস্টল করতে হয় না।

ফ্রি অ্যাকাউন্ট খোলো

ইমেইল দিয়ে সাইন-আপ — ক্লাসের নোটিস অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট আগেই খুলে রাখা ভালো।

X খুলে ছবি আপলোড করো

“Open image” দিয়ে নিজের একটা ছবি তোলো — প্রথম পরীক্ষা এই ছবিতেই।

একটা বদল করেই সেভ

প্রথম দিনেই শুধু ক্রপ বা একটা ফিল্টার — ছোট জয় দিয়েই অভ্যাস শুরু হয়।

কাজের টিপস: এডিটের আগে সবসময় ছবির একটা কপি রেখে কাজ করো (Save as copy) — আসল ছবিটা কখনোই সরাসরি বদলিয়ো না।

Pixlr X

নতুনদের এডিটর: ৩টি মূল কাজ

১ ছবি খুলে ক্রপ করো

বাড়তি অংশ কেটে মূল বিষয়টা ফ্রেমে আনো — সাইজ আগে থেকে বেছে নিলে প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী ঠিক হয়।

২ ফিল্টার দিয়ে ভাব বদলাও

এক ক্লিকে ছবির মুড বদলায় — তবে মাত্রা কম রাখো, বেশি ফিল্টারে ছবি কৃত্রিম লাগে।

৩ লেখা বসাও

Text টুলে লেখা যোগ করে সাইজ, রঙ আর ফন্ট বদলাও — পোস্টারের প্রথম ধাপ এটাই।

পড়া যাওয়ার নিয়ম: লেখার রঙ ছবির উল্টো ধরনের রাখো (গাঢ় ছবিতে হালকা লেখা) — নইলে বসানো লেখা ছবিতে হারিয়ে যায়।

Pixlr E

অ্যাডভান্সড এডিটর: লেয়ারের খেলা



১ Layers — স্তরে স্তরে কাজ

প্রতিটা উপাদান আলাদা স্তরে — একটা বদলালে বাকিগুলো অক্ষত থাকে। বড় কাজের আসল রহস্য এটাই।

২ Adjustments

আলো, কনট্রাস্ট, রঙের ভারসাম্য সূক্ষ্মভাবে মেলানো — ছবির মান পাল্টে যায়।

৩ Effects

বিশেষ ইফেক্ট দিয়ে ছবিতে আলাদা চরিত্র — X-এর ফিল্টারের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ।

কাজের টিপস: লেয়ারের নাম দিয়ে রাখো (যেমন “পেছনের ছবি”, “লেখা”) — দশটা লেয়ার হলে নাম ছাড়া খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

মোবাইল

ফোনেই পুরো এডিট

অ্যাপ ইনস্টল ও খোলা

Pixlr মোবাইল অ্যাপে একই অ্যাকাউন্টে লগইন — ডেস্কটপের কাজ ফোনেও এগিয়ে নেওয়া যায়।

ছবি ইমপোর্ট

গ্যালারি থেকে ছবি এনে ক্রপ, ফিল্টার, লেখা — পরিচিত ধাপগুলোই ছোট পর্দায়।

সরাসরি এক্সপোর্ট ও শেয়ার

কাজ শেষে JPG সেভ করে সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যালে শেয়ার — মাঠের কাজের জন্য দ্রুততম পথ।

কাজের টিপস: বাইরে থাকলে ফোনে রাফ এডিট সেরে রাখো, বাড়ি ফিরে বড় পর্দায় চূড়ান্ত রঙ-মিল — দুটো মিলিয়ে গতি ও মান দুটোই পাওয়া যায়।

AI টুল

Pixlr AI স্যুটের ৫টি টুল

AI Background Removal

এক ক্লিকে বিষয়কে রেখে পেছনের অংশ সরিয়ে দেয় — পণ্যের ছবি ও প্রোফাইলের জন্য সবচেয়ে কাজের।

AI Generative Fill

ফাঁকা বা মুছে ফেলা জায়গা AI দিয়ে ভরে দেয় — ছবির ধার বাড়ানো বা অবাঞ্ছিত জিনিস ঢাকতে।

AI Image Generation

লিখে দিলে নতুন ছবি তৈরি — নিজের ছবি না থাকলে ধারণা অনুযায়ী দৃশ্য বানানো যায়।

AI Editing

সাধারণ এডিটিং কাজে AI-এর সাহায্য — দ্রুত রিটাচ ও ঠিকঠাক করা সহজ হয়।

AI Upscaling

ছোট/ঝাপসা ছবির রেজোলিউশন বাড়ানো — পুরনো ছবি বা ছোট ফাইল বড় ছাপার উপযোগী করা।

কাজের টিপস: AI ফল সবসময় নিখুঁত হয় না — চুলের কিনারা, হাতের আঙুলের মতো জায়গায় ভুল থাকে। দেওয়ার আগে জুম করে কিনারাগুলো যাচাই করো।

হাতে-কলমে

উদাহরণ: সেলফি থেকে প্রোফাইল গ্রাফিক্স

১ · সেলফি আপলোড

নিজের পরিষ্কার একটা ছবি X-এ খোলো — আলো ভালো থাকলে ফলও ভালো হবে।

২ · ব্যাকগ্রাউন্ড সরাও

AI Background Removal দিয়ে পেছনের অংশ মুছে শুধু নিজেকে রাখো।

৩ · গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড + লেখা

নতুন রঙিন গ্রেডিয়েন্ট পেছনে বসিয়ে ওপরে নাম/শিরোনাম লেখো — প্রোফাইল ব্যানার তৈরি।

৪ · JPG এক্সপোর্ট

শেষে JPG হিসেবে ডাউনলোড — সোশ্যালে দেওয়ার জন্য এই ফরম্যাটই সবচেয়ে চলতি।

কাজের টিপস: ব্যাকগ্রাউন্ড সরানোর পর কিনারায় আগের রঙের হালকা রেখা থাকলে zoom করে দেখো — নতুন ব্যাকগ্রাউন্ড গাঢ় হলে সেই রেখা বেশি চোখে পড়ে।

ভালো অভ্যাস

এডিট নষ্ট না করার ৪ নিয়ম

কমই বেশি

ফিল্টার-ইফেক্ট যত কম, ছবি তত বিশ্বাসযোগ্য — অতিরিক্ত এডিট চোখে ধরা পড়ে যায়।

আসল ছবি অক্ষত

সবসময় কপিতে কাজ — ভুল হলে ফিরে যাওয়ার রাস্তা থাকতেই হবে।

উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাইজ

পোস্টের ছবি পোস্টের মাপে, ছাপার ছবি বড় রেজোলিউশনে — শুরুতেই মাপ ঠিক করো।

অন্যের ছবিতে সতর্কতা

অন্যের ছবি এডিট/ব্যবহারে অনুমতি ও কৃতিত্বের প্রশ্ন থাকে — নিজের তোলা ছবিতেই অনুশীলন নিরাপদ।

কাজের টিপস: এডিট শেষ করে ৫ মিনিট চোখ সরিয়ে আবার দেখো — টানা তাকিয়ে থাকলে অতিরিক্ত রঙ/আলো চোখে পড়ে না, বিরতির পর ধরা পড়ে।

বাড়তি অংশ • বাস্তব ব্যবহার

এই স্কিল কোথায় কাজে লাগবে?

নিজের ছবি ও প্রোফাইল

প্রোফাইল ছবি, কভার, নিজের পেজের ছবি — সাজানো ও পরিচ্ছন্ন করা।

পণ্যের ছবি তৈরি

ব্যাকগ্রাউন্ড সরিয়ে সাদা/রঙিন পেছনে পণ্য — অনলাইন শপের তালিকার জন্য।

Canva ডিজাইনের জোগান

এডিট করা ছবি Canva-তে তুলে পোস্ট-পোস্টার — দুটো টুলের জুটি সবচেয়ে শক্তিশালী।

পুরনো ছবি বাঁচানো

আপস্কেল ও রিটাচ দিয়ে পারিবারিক পুরনো ছবির মান বাড়ানো।

উদাহরণ

একটা অনলাইন পোশাকের দোকানের জন্য ঘরে তোলা ছবি: ব্যাকগ্রাউন্ড সরিয়ে পরিষ্কার পেছনে বসানো, রঙ মেলানো, দামসহ লেখা — পুরো প্রোডাক্ট ছবির সেট এই এক টুলেই।

বাড়তি অংশ • আয়ের পথ

এই স্কিল দিয়ে আয় করা যাবে কীভাবে?

১ **Fiverr / Upwork গিগ**

“Background removal”, “Photo retouching” গিগ — ছোট ও পরিষ্কার সার্ভিস বলে শুরুতে কাজ পাওয়া সহজ।

২ **লোকাল অনলাইন বিক্রেতা**

Facebook পেজের দোকানগুলোর পণ্যের ছবি এডিটের মাসিক প্যাকেজ — চেনা মহলেই চাহিদা বেশি।

৩ **Freelancer ও ছবি-সার্ভিস গ্রুপ**

নিজের আগে-পরের (before/after) নমুনা দেখিয়ে কাজ খোঁজা — এই স্কিলে নমুনাই কথা বলে।



সত্যি কথা: ফ্রি সংস্করণ দিয়েই আয়ের কাজ শুরু করা যায় — তবে ফ্রি প্ল্যানে এক্সপোর্টের মাপ/সীমা থাকতে পারে, ক্লায়েন্টের বড় কাজের আগে নিজের প্ল্যানের সীমা জেনে নাও। before/after নমুনা ৫টা বানিয়ে রাখাই প্রথম বিজ্ঞাপন।

বাড়তি অংশ • কী শিখলাম + প্র্যাকটিস

আজকের সারাংশ আর তোমার কাজ

X নতুনদের, E অ্যাডভান্সড | লেয়ার = স্তরে কাজ | AI Background Removal | Generative Fill ও Upscaling | কপিতে কাজ, আসল অক্ষত | JPG এক্সপোর্ট

প্র্যাকটিস প্রজেক্ট: নিজের প্রোফাইল গ্রাফিক্স

১ Pixlr অ্যাকাউন্ট খুলে X-এ প্রথম ছবি খোলো

২ একটা ছবি ক্রপ করে ফিল্টার দিয়ে দুটো সংস্করণ বানাও

৩ AI দিয়ে যেকোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড সরাও

৪ নতুন গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা বসিয়ে JPG এক্সপোর্ট করো

৫ E-তে গিয়ে লেয়ার ব্যবহার করে একই কাজ আবার করো

শেষ কথা: ছবি এডিটের শক্তি টুলে নয় — চোখে: কোনটা বাদ যাবে আর কোনটা থাকবে, সেই সিদ্ধান্তটাই আসল স্কিল।